নামায ত্যাগ করা (চলমান)

আল্লাহ আপনাকে সৃষ্ট করেছেন এবং সব কিছু দান করেছেন। তিনি বলেন, *"তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তোমরা।"* কুরআন ৬৭:২৩

দীর্ঘক্ষণ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে আমাদের নবীর (ﷺ) পা ফুলে যেত। তাকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, **"আমি কি আমার রবের কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?"** [বুখারী খণ্ড ৮, অধ্যায় ৭৬, হাদিস ৪৭৮]

আপনি অলসতা করছেন

হাশরের ময়দানে আপনি আপনার ও আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তার কাছে কী অজুহাত দেখাবেন? যিনি আপনাকে দিনের ২৪ ঘণ্টায় মাত্র পাঁচ বার নামায পড়ার আদেশ দিয়েছেন।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, **"পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামতের দিন প্রভুর নিকট থেকে আদম সন্তানের পা সরবে না: জিজ্ঞাসা করা হবে তার বয়স সম্পর্কে এবং কি কাজে সে তা অতিবাহিত করেছে, তার যৌবন সম্পর্কে এবং কি কাজে সে তা বিনাশ করেছে; তার সম্পদ সম্পর্কে এবং কোথা থেকে সে তা অর্জন করেছে এবং কি কাজে সে তা ব্যয় করেছে এবং সে যা শিখেছিল তদনুযায়ী কি আমল সে করেছে"** [তিরমিজি, কিয়ামত অধ্যায় ৩৭, হাদিস ২৪১৬]

আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন

আল্লাহ বলেন, *"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমরা তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় তুলব। সে বলবে, 'হে আমার পালনকর্তা আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় তুলেছ? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম।' তিনি (আল্লাহ) বলবেন, 'এমনিভাবে তোমার কাছে আমাদের নির্দেশনাবলী এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে (অবহেলা) গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তুমি অবহেলিত হবে।' "*

কুরআন ২০:১২৪-১২৬

আপনি কেবলমাত্র নিজেরই ক্ষতি করছেন

আল্লাহর আপনার নামাযের কোন দরকার নেই, তাঁর কারও কাছেই কোন প্রয়োজন নেই - সুবহানাল্লাহ!! আপনিই তাঁর রহমতের মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ বলেন, *"আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল নিজ কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ অভাব-মুক্ত, পরম প্রশংসিত।"*

কুরআন ৩১:১২

v1.04

আপনি কুফরি নিয়ে খেলা করছেন

অনেক আলেমরা নিচের হাদিস অনুসারে এই মত দেন যে, যদি আপনি নামায না পড়েন তবে আপনি কুফরি করেছেন:

"আমাদের ও তাদের মাঝে (বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মাঝে) পার্থক্য হল নামায ত্যাগ করা, এবং যে তা ত্যাগ করল সে কুফরী করল।"

[তিরমিজি, ঈমান অধ্যায় ৩৮, হাদিস ২৬২১]

তাছাড়া সাহাবীরা (রা:) নামায ছাড়া অন্য কোন কাজ বাদ দেয়াকে কুফর বলেননি।

সাধারণ অজুহাতসমূহ

সময় নেই(কাজ, পড়াশুনা, ব্যস্ততা, ইত্যাদি): সুস্পষ্ট এবং প্রচলিত ধোঁকা। আপনি নামাযকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। যদি দেন তবে আল্লাহ আপনার সময়ে বরকত দিবেন এবং আপনাকে আরও কর্মক্ষম ও সফল করবেন।

আমার অন্তর ভালো: আল্লাহই জানেন কার অন্তর পরিষ্কার, আর তিনিই আপনাকে নামায পড়তে বলেছেন। অন্তরে যা আছে তা কাজের দ্বারা প্রকাশ পাবে। মুহাম্মাদ (ﷺ) এর চেয়ে বেশী আর কারো অন্তর পরিশুদ্ধ হতে পারে না, যিনি নিয়মিত নামায পড়তেন।

কাপড় পাক নেই: কাপড় পাক রাখাও একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। সম্ভব না হলে ওই অবস্থাতেই আপনাকে নামায পড়তে হবে ।

আমার পরিবার/স্বামী/স্ত্রী/পিতামাতা/বন্ধু আমাকে বাধা দেয়: নবী (ﷺ) বলেছেন, **"আল্লাহর অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য নেই"**। আপনাকে একাই জবাবদিহি করতে হবে। [আবু দাউদ, অধ্যায় ১৫, হাদিস ২৬২৫]

আমি অনেক পাপী: যথাসময়ে নামায আপনাকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে - নামায পড়তে থাকুন! আপনি এখন পাপ করছেন কারণ আপনি নামায ঠিকমত পড়ছেন না।

এই হাদিসটি নিয়ে চিন্তা করুন- **"মুনাফিকদের উপস ফজর ও ইশার সালাতের চাইতে অধিক কষ্টকর সালাত আর নেই। এ দুই সালাতের গুরুত্ব যদি তারা জানত, তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও (মসজিদে) আসত।"**

[বুখারী খণ্ড ১, অধ্যায় ১১, হাদিস ৬২৬]

যখন আপনি হাশরের দিনে আপনার রবের মুখোমুখি হবেন, তখন কি অজুহাত দেখাবেন বলুন তো.....

More Information

p (+61) 3 9354-7500 **w** iisna.com/pamphlets **e** shareislam@gmail.com

Donation Details (Every $1 AUD donated produces 15 pamphlets)

Bank Name Commonwealth Bank **Account** Pamphlet Project Australia

BSB 063620 **Account** 10532332 **Swift (international)** CTBAAU2S

নামাযের গুরুত্ব

মৌলিক বিষয়গুলো জানুন

www.iisna.com/pamphlets

অতি দুঃখের বিষয়, অত্যধিক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও অনেক মুসলিম আজ নামায পড়ে না বা পড়লেও ঠিকভাবে না। নামাযের উদ্দেশ্যই হল আপনার সাথে আপনার রবের সম্পর্ক সৃষ্টি করা, তাঁর নিয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় করা এবং তার শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্মরণ করা। শরীরের জন্য যেমন খাদ্য প্রয়োজন, তেমনি আত্মার জন্য ইবাদত; যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল নামায। কেউ শারীরিকভাবে সুস্থ হতে পারে কিন্তু নামায না পড়লে তার আত্মা হবে মৃত।

নবী (ﷺ) বলেছেন, **"যে আল্লাহকে স্মরণ করে আর যে করে না তাদের মধ্যে তুলনা হল জীবিত এবং মৃতের ন্যায়"**
[বুখারী খন্ড ৮, অধ্যায় ৭৫, হাদিস ৪১৬]

আল্লাহ বলেন, *"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদের আহবান করেন তাতে যা তোমাদের জীবন দান করে।"* কুরআন ৮:২৪

নামাযের গুরুত্ব

আল্লাহর সাথে সরাসরি যোগাযোগ

"একজন মানুষ তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সেজদার সময়।"
[মুসলিম খন্ড ৪, হাদিস ৯৭৯]

নামায আল্লাহর সাথে আপনাকে সম্পর্কযুক্ত করে। নামাযের আরবি শব্দ 'আস-সলাহ' মূলত এসেছে একটি আরবি শব্দ থেকে যার অর্থ 'সংযোগ/সম্পর্ক'। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, **"তোমাদের কেউ যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায়, সে তখন তার রবের সাথে যোগাযোগ করছে, তাই সে কীভাবে তাঁর সাথে কথা বলছে তা যেন লক্ষ্য করে"**
[হাকিম, মুসদ্রাক ১/২৩৬; সহিহ আল জামি ১৫৩৮]

সৃষ্টিকর্তার সাথে আপনার এই সম্পর্ককে ছিন্ন করবেন না।

ইসলামের একটি স্তম্ভ

নামায ইসলামের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ এবং মুসলমানের জীবনে সর্বাধিকবার পালন করা ফরয কাজ। এটি প্রতিদিনই পালন করতে হয়, আপনি যেই অবস্থাতেই থাকুন না কেন। এমনকি যুদ্ধের সময়েও আল্লাহ মুসলমানদেরকে নামায থেকে অব্যাহতি দেন নি। তিনি বলেন,

"নামাযের প্রতি যত্নবান হও... যদি তুমি (শত্রুর) আশংকা কর, তবে পায়ে চড়ে বা ঘোড়ায় চড়ে পড়ে নাও।" কুরআন ২:২৩৮-৯

'যুদ্ধের' সময়ই যদি এত জরুরী হয় তবে 'শান্তির' সময়?

সফলতা নামাযের ভিতরে নিহিত

নবী (ﷺ) বলেছেন, **"কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে থেকে যে আমলটির হিসাব সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে সেটি হবে নামায। যদি এ হিসাবটি নির্ভুল পাওয়া যায় তবে সে সফলকাম হবে ও নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আর যদি এ হিসাবটিতে ত্রুটি দেখা যায় তাহলে সে দুর্ভাগা এবং পরাজিত হবে।"** [তিরমিজি, সালাত অধ্যায় ২, হাদিস ৪১৩]

নামাযের উপকারিতা

পাপ থেকে দূরে রাখে

আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা ছাড়া অন্যায় থেকে দূরে থাকা অসম্ভব,

আল্লাহ বলেন, *"নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে..."* কুরআন ২৯:৪৫

আপনি কীভাবে অন্যায় করবেন যেখানে আপনি স্বেচ্ছায় দিনে ৫ বার আল্লাহর সামনে দাঁড়াচ্ছেন?

আত্মার উন্নতি সাধন

নামায আপনার সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক তৈরির যে মানসিক চাহিদা তা পূরণ করে। এটি আপনাকে শান্তি এবং আত্মতুষ্টি দান করবে; বিশেষ করে আপনার কর্মব্যস্ত জীবনে।

আল্লাহ বলেন, *"এই কি নয় যে, আল্লাহর যিকির দ্বারাই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে?"* কুরআন ১৩:২৮

আপনাকে নম্র ও বিনয়ী করে

আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর উপর আপনার নির্ভরশীলতা বোঝার দ্বারা আপনার গর্ব এবং অহংকার দূর হয়ে যাবে। নামাযে মুসলমানরা তাদের সবচেয়ে উপরের অঙ্গ এবং জ্ঞানের ভাণ্ডার, মাথাকে মাটিতে লাগায় এবং বলে, "আমার সুউচ্চ প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি"

তিনি বলেন, *"নিশ্চিতভাবে সফল মুমিনরা, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়াবনত"* কুরআন ২৩:১-২

অবশ্য, এটি তখনই সম্ভব যখন আপনি বুঝবেন কী তিলাওয়াত করা হচ্ছে এবং আপনি বিনয়াবনত হয়ে মনোযোগ দিবেন।

গুনাহসমূহ ধৌত করে

সবাই গুনাহ করে... তাই আল্লাহ নামাযের মাধ্যমে আমাদেরকে এই গুনাহগুলো থেকে পরিষ্কার হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন, *"এবং নামায কায়েম কর... অবশ্যই ভালো কাজসমূহ মন্দ কাজসমূহ মিটিয়ে দেয়"* কুরআন ১১:১১৪

রসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন: তিনি তার সাহাবীদের (রা) বলেন, **"যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে এবং সে সেখানে দিনে পাঁচবার গোসল করে তবে তার শরীরে কি কোন ময়লা থাকতে পারে?"** সাহাবীরা(রা:) বললেন, "না"

তখন তিনি (ﷺ) বললেন, **"এভাবে, আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দ্বারা গুনাহসমূহ ধৌত করেন।"**
[তিরমিজি, উপমা অধ্যায় ৪২, হাদিস ২৮৬৮]

সকল সমস্যার সমাধান

আপনি যদি আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক জোরদার করেন, তবে তিনি বাকি সকল মাখলুকের সাথেও আপনার সম্পর্ককে জোরদার করবেন। নামাযের মাধ্যমে সেই সর্বশক্তিমান, আপনার সকল সমস্যার সমাধান করে দিবেন।

আল্লাহ বলেন, *"ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।"*
কুরআন ২:১৫৩

মুসলমানদের একতাবদ্ধ করে

জামাতের সাথে নামায মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বোধ, সমতা এবং নম্রতা সৃষ্টি করে। নামাযীরা বর্ণ, বংশ, জাতি, সম্মান-সম্পত্তি নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসারিতে দাঁড়ায়। এই একতাবদ্ধ কাজ মানুষের মাঝের সকল ভেদাভেদ দূর করতে সাহায্য করে।

নামায ত্যাগ করা

"হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করে রাখল?" কুরআন ৮২:৬

আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তার নাফরমানি করছেন

আপনার "অস্তিত্ব" এর উদ্দেশ্যই হল আল্লাহর ইবাদত করা... তবুও প্রতিদিন আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তার বিরোধিতা করছেন।

"অতঃপর তাদের পরে অপদার্থ বংশধররা এলো, তারা নামায নষ্ট করল এবং কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই বঞ্চনা প্রত্যক্ষ করবে। শুধু তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নেক কাজ করেছে।" কুরআন ১৯:৫৯-৬০

"(জাহান্নামীদের জিজ্ঞেস করা হবে) 'তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে?' তারা বলবে, 'আমরা নামায পড়তাম না'।"
কুরআন ৭৪:৪২-৪৩

আপনি অকৃতজ্ঞ থাকছেন

সৃষ্টিকর্তার সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার এই আহবানকে অবহেলা করা চরম অকৃতজ্ঞতা।